গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

রাজস্ব ভবন

সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

[মূসক আইন ও বিধি শাখা]

ব্যাখ্যা পত্র নং-০৭/মূসক/২০২০ **তারিখঃ ১৩ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।**

বিষয়ঃ Input-Output Coefficient (মূসক-৪.৩) দাখিল সংক্রান্ত বিষয়ে স্পষ্টীকরণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান।

সূত্রঃ বাংলাদেশ বেভারেজ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন এর ০৬ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখের পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ গত ১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ হতে কার্যকর হয়েছে। উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী উৎপাদকগণকে উৎপাদিত পণ্যের সরবরাহের পূর্বে Input-Output Coefficient (মূসক-৪.৩) দাখিল করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রতিটি বেভারেজ পণ্য উৎপাদনে অনেক গুলো উপকরণ ব্যবহৃত হওয়ার কারণে যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) প্রস্তুত করে দাখিল করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সময়ের প্রয়োজন-মর্মে বাংলাদেশ বেভারেজ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক তাদের পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

০৩। তাছাড়া, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ড) অনুযায়ী, উপকরণ-উৎপাদ সহগ এ ঘোষিত নেই এমন উপকরণ বা পণ্যের বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবেনা মর্মে উল্লেখ রয়েছে। অপরদিকে, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২১ অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহের পূর্বে ফরম মূসক-৪.৩ দাখিল করার বিধান রয়েছে। প্রতিটি বেভারেজ পণ্য তৈরিতে একাধিক উপকরণ ব্যবহৃত হয়। ফলে, প্রতিটি বেভারেজ পণ্যের জন্য পৃথকভাবে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) প্রস্তুত করে দাখিল করা সময়সাপেক্ষ। এছাড়া, নতুন ১৩ ডিজিট Business Identification Number (BIN) গ্রহণের সময়সীমা ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প কর্তৃক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ৩০ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছিল। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ রদ হয়ে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ গত ১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে কার্যকর হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর আওতায় মূসক-১ দাখিলের বিধান ছিল যা বর্তমান আইনে মূসক-৪.৩ এর অনুরূপ। ফলশ্রুতিতে, বেভারেজ পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নতুন মূসক-৪.৩ আত্মস্থ করে স্বল্প সময়ের মধ্যে দাখিল করা সম্ভব না হওয়ার বিষয়টি বাস্তবসম্মত মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রতিভাত হয়েছে।

০৪। বর্ণিতাবস্থায়, সার্বিক বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১৩৭ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১১৯ এর আলোকে বেভারেজ পণ্য উৎপানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (ফরম মূসক-৪.৩) দাখিলের সময়সীমা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিম্নোক্ত শর্তে বর্ধিত করা হলো:

(ক) নতুন পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে আইনের বিধান অনুযায়ী ফরম মূসক-৪.৩ যথাসময়ে দাখিল করতে হবে অর্থাৎ নতুন পণ্যের ক্ষেত্রে উক্ত বর্ধিত সময়সীমা প্রযোজ্য হবে না;

(খ) নতুন আইন চালুর পর যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (ফরম মূসক-৪.৩) ঘোষণা ব্যতীত রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে সে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর আওতায় মূসক-১ ঘোষণা থাকতে হবে;

(গ) বেভারেজ পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাঁচামাল বা উপকরণের মূল্য ৭.৫% এর বেশি বৃদ্ধি পেলে পণ্য সরবরাহের পূর্বে মূসক-৪.৩ ফরম দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত বর্ধিত সময়সীমা প্রযোজ্য হবে না;

(ঘ) উক্তরূপ বর্ধিত সময়ের জন্য মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ অনুযায়ী রেয়াত প্রযোজ্য হবে।

০৫। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১১৮ক এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ ব্যাখ্যাপত্র জারি করা হলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

২৮/৯/২০২০

(কাজী ফরিদ উদ্দীন)
প্রথম সচিব (মূসক নীতি)
ফোনঃ ৮৩১৮১২০, এক্সঃ ২৩১
ই-মেইলঃ kazifarid75@yahoo.com

প্রাপকঃ কমিশনার,
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট,
ঢাকা (উত্তর)/ ঢাকা (দক্ষিণ)/ ঢাকা (পূর্ব)/ ঢাকা(পশ্চিম)/
চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/খুলনা/যশোর/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/
বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মূসক), ঢাকা।

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২২.০৫১.১৪/৩৪২(৩১) তারিখঃ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, জীবন বীমা ভবন, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
২-৫। সদস্য (শুল্ক নীতি)/ (মূসক নীতি)/ (মূসক বাস্তবায়ন)/ (মূসক নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
৬-১১। কমিশনার, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম/ঢাকা/আইসিডি,কমলাপুর/মংলা/বেনাপোল/পানগাঁও।
১২-১৫। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও মূসক (আপীল) কমিশনারেট, ঢাকা-১/ ঢাকা-২/ চট্টগ্রাম/ খুলনা।
১৬-১৭। মহাপরিচালক, মূসক নিরীক্ষা গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর / শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৮। মহাপরিচালক, শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, চিটাগাং সমিতি ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।
১৯। মহাপরিচালক, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, সাগরিকা রোড, চট্টগ্রাম।
২০। সিস্টেমস ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোডকরণ সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২১। সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ৬০, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
২২। সভাপতি, বাংলাদেশ বেভারেজ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন, ৩/ক (৭ম তলা), তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮।
২৩-২৫। প্রথম সচিব (মূসক-বাস্তবায়ন)/(শুল্ক: নীতি)/(মূসক নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
২৬। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

Rhasan
28/09/20

[কাজী রেজাউল হাসান]
দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি)
ফোনঃ ৮৩১৮১২০, এক্সঃ ৩৪৮
ই-মেইলঃ vatpolicy@gmail.com